কুসুমের অন্ধ পিতা

আমর মিত্র

কুসুমের কথা কুসুমই বুঝি জানে না যতটা জেনেছিল রুহিতন শর্মা। হ্যাঁ, কিছুটা মাত্র। ফেসবুক স্টেটাস থেকে আর কতটা জানা যায়! তবুও জানত, সে। জানত, তার আর একটা নাম আছে— ফিরোজা। আর সেই কথাটি বলে, ফিরোজা নামটি দিয়ে রুহিতন কথা বলতে বলতে সেই প্রথম রাতেই আচমকা থেমে গেল। তারপর থেকে কুসুম ক'দিন খুব বিমর্ষ হয়ে আছে। সেই রুহিতন খোলা মাঠে বসে পূর্ণিমা রাতে তাকে নিবেদন করেছিল নিজের মুগ্ধতা। তাকে সে দ্যাখেনি। হোয়াটস-অ্যাপে সে এসেছিল প্রথমে অচেনা এক নম্বর হয়ে। তার নম্বর সে জেনেছিল যে করে হোক। গভীর রাতে এল ফোন। সেদিনই হয়েছিল প্রথম কথা। সে ছিল ভিনদেশি পুরুষ এক।

ভিনদেশি পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম যৈবন।

কথায় দেখতে পেয়েছিল তাকে। যখন কথা জমে দুধ উথলে উঠতে লাগল, তখনই সে চুপ। সেই জোছনা রাতে শিকারি ব্যাধ বেরিয়ে পড়েছিল গঞ্জে গঞ্জে, নগরে ও গ্রামে। এই অবধি জানে কুসুম। সেই রাতে কোথায় গ্রামের পর গ্রাম পুড়েছিল, ধর্ষণের পর এক বালিকাকে মাটিতে কবর দিয়ে গিয়েছিল কারা। এক হতভাগ্যকে মোষ চোর বলে পিটিয়ে মেরে দিয়েছিল কারা। আসলে নাকি টাকা আদায় করতে গিয়েছিল কালীর ভক্তরা। মোষ বলি হয় সেখানে। মরেই গেছে সে। নামটা অবস্য রুহিতন নয়। সনাতন। আর এই ঘটনা ঘটেছিল ভূশণ্ডি নামে এক গ্রামের বাইরে একটি খোলা মাঠে। সেখানে বসে জোছনা রাতে ফোন করছিল সনাতন পুরকায়েত। আর রুহিতন বড়ুয়া ছিল হলদি নদীর ধারে। রুহিতনের বাড়ি রূপনারায়ণের কুলে। রুহিতন কবিতা লেখে। মেলেনি অনেক কিছুই, তবু কুসুমের ভয় করছে। সনাতন পুরকায়েতের মৃত্যুও তো মৃত্যু। রুহিতন না হলেও মৃত্যু। রুহিতন আর ফোন করছে না। ফোন টাওয়ার নট অ্যাভেলেবল হয়েই আছে।

চুপচাপ যে? বাবা জিজ্ঞেস করে।

জানি না বাবা। কুসুম উত্তর দেয়।

জানি না বাবা।

ফোন কর। সুমিত্রভূষণ বলে।

নাহ্। কুসুম বলল, ওদের দরকার হলে ডাকবে।

হয়েই তো গেছিল।

কী জানি হয়েছিল কী হয়নি আমি জানতাম না। বলল কুসুম। আসলে এমনিই হয়। হয়েও হয় না। আবার হবে না ধরে নিলে হয়ে যায়। মধ্যবর্তিনী সিরিয়ালে ওইভাবে হয়েছিল। একজন করবে ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আচমকা সে বলল, পারবে না। তার হবু শ্বশুরবাড়ি থেকে আপত্তি করেছে। ইন্টারনেটে করা সম্বন্ধ, তারপর মেলামেশা। হবু স্বামী 'না' করেছে। তাদের মতেই তো মত দিতে হবে। কুসুম ঢুকে গিয়েছিল তার জায়গায়। আসলে সুযোগ পাওয়া মানে অনিশ্চিত এক প্রবাহে থাকা। কুসুম বলল, মিঃ রাকেশ রায় আঙ্কেল ফোন করেছিল।

নতুন কোনও ফোটোশুটের কন্ট্র্যাক্ট হয়েছে হয়তো।

হবে হয়তো, আমি ঠিক জানি না, আমি ধরিনি, আচ্ছা বাবা, আগে তো ফিল্ম রোল দিয়ে ছবি তোলা হতো।

হুঁ, তুই দেখিসনি সিনেমার বড় বড় ফিল্ম রোল, চাকা ঘুরে রিল বের হত।

আমার খেলার বাক্সে একটা লম্বা রোল ছিল, নষ্ট ছবি, কে দিয়েছিল জানি না, আমি খুলতাম আর গোটাতাম। বলতে বলতে কুসুম শূন্য হাতে ফিল্মের রোল গোটাতে থাকে যেন, বলে, ফিল্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে কত সাবধানে ফোটো তুলতে হত বলো।

হ্যাঁ। মোবাইল ক্যামেরা ওপেন করে মেয়েকে তাক করছে সুমিত্রভূষণ।

কুসুম এখন লাল কালো চেক লং স্কার্ট, সাদা শার্ট। হর্স টেল। ঘুরছে ঘরের ভিতর। সুমিত্রভূষণ তার মোবাইল ক্যামেরায় ক্লিক করে। কুসুম বলছে, ফিল্ম রোলই সব ছিল বাবা, নেগেটিভ, পজিটিভ, কাগজে পড়ছিলাম 'মুক্তি' ছবির রিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ক্যান ভর্তি অনেক সিনেমার রিল নষ্ট হয়ে গেছে।

সুমিত্রভূষণ বলল, ওটা তোর দাদুর যৌবনকালের সিনেমা, বড়ুয়া কাননবালা।

জানি, ডিজিটাল এসে আর ফিল্ম নেই, আর ছবিরও শেষ নেই বাবা।

হুঁ, শেষ নেই।

কুসুম বলল, এখন ছবি অবিনশ্বর।

সুমিত্রভূষণ হাসল, বলে, ইয়েস, পোড়ে না, মোছে না, হারায় না, নানা জায়গায় লিঙ্ক রেখে দিলেই হয়, সিনেমাটা গুগল ড্রাইভে রেখে দে, মেইল কর, থেকে গেল।

কুসুম বলল, বাবা নেপালজেঠুর ছবিই ভাল, রাকেশ রায়ের ইন্ট্রোডিউস করার ক্ষমতা বেশি, আমার কিন্তু আর আর-এর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, কী হবে ওঁর ফোটোশুটে গিয়ে, রেমুনারেশনই সব!

ওর যোগাযোগ আছে ভাল, এই তো সেদিন স্বাস্থ্য ম্যাগাজিনে তোর ছবি বের হল।

জানি, প্রথমেই এটা হল, নেপালজেঠু এমন পারে না, তবে পারে না যে তাও বলি কী করে, আসলে আর. আর. লোকটাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না বাবা, আমার কিছুই ভাল লাগছে না, তোমাকে ফোন করলে আজ যাব না বলে দিও।

তুই বলে দে।

আমি কী বলব, না, আমি বলব না, আমি বলতে গেলে রাকেশ রায় জোর করবে, খুব বাধ্য করতে চায় বাবা, আমি তখন আর 'না' করতে পারব না।

আজ তাহলে বের হবি না, রেস্ট নে বাড়িতে, বলে দেব শি ইজ টায়ার্ড, টেকিং রেস্ট অ্যাট হোম।

না, চলো বিকেলে থিয়েটার দেখে আসি, নতুন একটা দলের নাটক।

টিকিট?

থাকবে, অনিমেষদা আছে মূল চরিত্রে।

অ্যাক্টর অনিমেষ বসু?

হ্যাঁ বাবা, অনিমেষদা ফোন করেছিল, দুটো টিকিট কাউন্টারে থাকবে।

সুমিত্রভূষণ চুপ করে থাকল। আসলে পাড়ার লোক ফোটোগ্রাফার নেপাল মল্লিকের সঙ্গে ওর অসুবিধে হয় না, কিন্তু রাকেশ রায়ের সঙ্গে খিটিমিটি লাগছে কুসুমের। মেগা নিয়ে, থিয়েটার নিয়ে কি? নেপাল যেমন চায় না কুসুম মেগা করে করে নিজেকে ব্যস্ত করে, কিন্তু আপত্তিও করে না। নেপালের মত, ওসব করলে কুসুমের রূপে কালি পড়বে, কিন্তু কুসুমের মত অন্য। সে তো অভিনয়ই করতে চায়। অভিনেত্রী হবে। রাকেশ রায় কী বলছে জানে না সুমিত্র। কুসুম কিছু বলে না। শুধু বলে, নো নো, নো আর আর। রাকেশকে দিয়েছে তার কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মালিক সুজন চট্টরাজ। তার শ্যালক রাকেশ। অনেক যোগাযোগ তার। ভাল পেমেন্ট। কিন্তু কুসুম 'না' করছে। পাঁচ বার ডাকলে এক বার যায়। আর নেপাল মল্লিক ডাকলে, আনন্দে যায়— যাই সুইট হার্ট যাই। নেপাল বলে, হাই ডার্লিং, আমার চোখ আর ক্যামেরা তোমাকে ছাড়া ক্লিক করতেই চায় না। রাকেশ চল্লিশ বিয়াল্লিশ, নেপাল ষাটের ওপরে। নেপাল বলে, এমন ফোটোজিনিক ফেস খুব কম পাওয়া যায় সুমিত্র, কুসুম বিজ্ঞাপন জগতের অ্যাসেট হবে। রাকেশের সঙ্গে মেয়ে নিয়ে কথা হয়নি সুমিত্রর। অনিমেষ অবশ্য কুসুমের কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করেছিল এবাড়িতে এসে। এবাড়িতে অনেক কষ্টে একবার এই অনিমেষকে নিয়ে এসেছিল কুসুম। অনিমেষের সঙ্গে আর একজনও ছিল। সে নাকি অনিমেষের অনুরাগিণী। চাবুক চেহারা অনিমেষের। একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিন দেখেছিল সুমিত্রভূষণ। কুসুমই এনেছিল। বৈশাখে বিয়ের সিজিনে বিখ্যাত বস্ত্রালয়ের বিজ্ঞাপন। ধুতি পাঞ্জাবি পরা অনিমেষ। সে যে কী সুন্দর! পুরনো বাংলা সিনেমার উত্তমকুমার। সেই 'শাপমোচন' ছবির শেষ দৃশ্য। কুসুম আগে সালঙ্কারা বিয়ের কনের ছবি তুলেছে অনেক। খুব ভাল লাগে ওকে। 'বালিকা বধূর' মৌসুমী। নেপাল তুলেছিল কতদিন ধরে কত ছবি। বনেদি বাড়ির বউ। তাদের ছাদে এসে তুলেছে নেপাল। সুমিত্রভূষণও তুলেছে নিজের ক্যামেরায়। ছবিতে নিজেকে দেখা যেন সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল ওর। রূপ তো আছে। কিন্তু রূপ ঝরে যেতে সময় লাগে না। টের পাওয়া যায় না কীভাবে দিনে দিনে জল হাওয়া রোদ বাতাসের ভিতর ক্ষয়ে যায় রূপ। কুসুম জিজ্ঞেস করল, তুমি যাবে তো?

আমি কেন? সুমিত্রভূষণ বলল, তুই যা।

নাটকটা ভাল, তুমি কি দেখতে চাও না? কুসুম বলে।

তোর কোনও বন্ধুকে নিয়ে যা, আমাকে তাহলে আগে বেরোতে হবে অফিস থেকে।

হা হা করে হাসে কুসুম, ওই তো অফিস, বেরিও, ক'টাকা দেয় বলো, অনিমেষদা তোমাকে যেতে বলেছে, তোমার কথা শুনে খুব ভাল লেগেছিল ওর, তুমি আগে থিয়েটার করতে, পুরনো গানের অনেক স্টক, এইসব শুনে বলেছে এই নাটকটা দেখতে।

সুতরাং, যেতে হবে। মূল চরিত্রে অনিমেষ। সুমিত্রভূষণ যাবে। আগেরদিন আর এইদিন এক নয়। আগেরদিনে কি একটি মেয়ে তার পুরুষবন্ধুর নাটকের কথা বাবাকে বলত এইভাবে? এখন সকলে সকলের বন্ধু। সে অভিনয় করছে, তাই যেতে হবে কুসুমের সঙ্গে তাকে।

কুসুম আবার বলল, আসছ তো বাবা, কাউন্টারে টিকিট থাকবে, না গেলে টিকিটটা নষ্ট হবে।

উফ্ আর কেউ নেই, আমার না গেলে হবে না?

নাটকটা দারুণ বাবা, হারিয়ে যাওয়া গান আর রেকর্ড নিয়ে।

আচ্ছা, যাব। সুমিত্রভূষণ নীচে নেমে এল। অফিসে যাবে। অফিস তেমন কিছু না। আগে ছিল সিনেমা কোম্পানিতে। এখন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে। ফ্ল্যাট বুকিং ইউনিটে তার কাজ খুব দায়িত্বের। কিন্তু দরকারে বসকে বলে আগে বের হতেও পারে। সওয়া পাঁচটায় বের হবে, ছ'টার ভিতরে গিরিশ মঞ্চ। তার মাইনে তেমন নয়। চলে যায়। কষ্ট করতে হয়। বুড়ো বাবার পেনশন আছে। কুসুমের হাতে কিছু টাকা আসে অভিনয়, মডেলিংয়ে। নেপাল দেয় ছবি তুললে। রাকেশ দিয়েছে ভাল টাকা দু'বার। রাকেশ বলেছে, কুসুমকে সে মডেলিংয়ের জগতে দাঁড় করিয়ে দেবে। কুসুম টিউশনিও করে। পড়াতে তার ভাল লাগে। সেই মাধ্যমিক পাস করার পর থেকেই টিউশনি করছে। সব কিছুই ম্যানেজ করে অদ্ভুত দক্ষতায়। 'না' বলে না কোনও কাজে। এক একবার নেপালের সঙ্গে যে মতান্তর হয়নি তা নয়। কিন্তু তা মিটিয়েও নিয়েছে মেয়ে। নেপাল এবাড়িতে এসে 'ডার্লিং' বলে ডাক দিতেই কুসুম গলে জল। অফিসে গেল সুমিত্রভূষণ। দুপুরে রাকেশ রায় তাকে ফোন করল। এই ভয়ই পাচ্ছিল সে।

রাকেশ জিজ্ঞেস করল, কী হল চৌধুরীবাবু, কুসুম ফোন ধরছে না।

সাইলেন্ট করে রাখে, খেয়াল করেনি হয়তো।

এল না কেন, আজ ফোটোশুট ছিল।

শরীর ভাল না বলছিল, বাড়িতেই রয়েছে।

বেশি স্ট্রেস নিচ্ছে আপনার মেয়ে, আরে ওর একটা ভাল পেমেন্ট আছে, এইট থাউজান্ড, আমি ক্যাশই দিয়ে দেব, অফিসের পর আপনি বরং নিয়ে যান টাকাটা।

না, মানে বিকেলে আমার একটা কাজ আছে। আজ থাক।

আরে নিয়ে যান, আমাকে সাইন্ড ভাউচারটা পাঠিয়ে দিতে হবে ওদের, কুসুম এসে সই করবে কবে, আপনি কাল ওকে ভাউচারটা দিয়ে যেতে বলবেন।

টাকাটা অনেক। একসঙ্গে এত টাকা কি আগে পেয়েছে কুসুম? রাকেশের ক্ষমতা আছে। কিন্তু থিয়েটার! চুপ করে থাকে সুমিত্রভূষণ। তখন রাকেশ বলল, এমনিতে এত পেমেন্ট দেয় না, ও এবার কাজ বেশি করে পাবে, আসুন নিয়ে যান।

না মানে...? কথা শেষ করে না সুমিত্র।

কোথায় যাবেন আজ, খুব ইমপর্ট্যান্ট?

হু, কুসুমের সঙ্গে যাব। বলেই বুঝল ভুল করে ফেলেছে সে। রাকেশ খুব জোর করে তা বুঝতে পারছে সে। কুসুম এই জন্য পছন্দ করে না লোকটাকে। রাকেশ তাকে বলছে, নতুন মডেল কেউ এত পায় না। রাকেশ অনেক কাজ দিতে পারবে। তার ক্যামেরা জার্মানি থেকে আনা। এই ক্যামেরা কলকাতার আর কোনও স্টিল ফোটোগ্রাফারের কাছে নেই। কুসুম তা জানে। রাকেশ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন, সিনেমা দেখতে?

উফ্, লোকটা তার গলার স্বরে আন্দাজ করেছে কিছু। কুসুম যে অসুস্থ নয় তাও ধরতে পেরেছে। পারবেই ধরতে। তাহলে সে তো প্রথমেই বলে দিত কুসুমকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে। সে কেন ইতস্তত করছে। তার কী? সে বলল, না থিয়েটারে।

থিয়েটার, কোথায়?

সুমিত্র বলতে রাকেশ জিজ্ঞেস করল, ফাদার অ্যান্ড ডটার, সঙ্গে কি এন. মল্লিক?

না শুধু মেয়েই যাবে। সুমিত্র বিরক্ত হল এই অনাবশ্যক কৌতূহলে। কিন্তু তা প্রকাশ করবে কীভাবে? লোকটা তার কোম্পানির মালিকের শ্যালক। লোকটা আট হাজার টাকা দিচ্ছে ফোটোশুটের জন্য। এই মাসে আগে একবার দিয়েছে পাঁচ। সুমিত্রকে তার কোম্পানি দেয় দু'খেপে মাসে দশ হাজার। থিয়েটারের কথায় রাকেশ বলল, সেও যেতে পারে, অনেকদিন নাটক দেখা হয়নি। অদ্ভুত! সুমিত্র হেসে বলল, আসুন।

যাই তো আপনাকে ফোন করব।

আচ্ছা। সুমিত্র জানে রাকেশ রায় থিয়েটার দেখার লোক নয়। কুসুম বলে লোকটা ব্লান্ট। তবে ক্যামেরার চোখ ভাল। ছবি ভালই তোলে কিন্তু এমন সব অ্যাঙ্গেল বেছে নেয়, তখন মনে হয় না খুব নির্বোধ।

অফিস থেকে বেরিয়ে সুমিত্র সোজা গেছে গিরিশ মঞ্চে। গিয়ে দ্যাখে কুসুম টিকিট নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সময় হয়নি তখনও। চা খেতে খেতে কুসুমকে বলল সুমিত্র, তোর প্রাপ্তিযোগ হয়েছে, কাল যাবি।

কী হয়েছে বাবা?

সুমিত্র বলতে কুসুম বলল, আমার কি বাকি আছে ওর কাছে, প্রথম দুবার তো কিছু দেবে না বলেছিল, অ্যাকসেপ্ট হলে দিতে আরম্ভ করবে, একটা হয়েছে, আমি তো পেলাম, তাহলে আরও হয়তো নিয়েছে কোনও ম্যাগাজিন।

হুঁ। আচমকা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল সুমিত্র। মনে হতে লাগল রাকেশ এসে যাবে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে। কুসুম খুব রেগে যাবে তার ওপর। রাকেশ কী করে জানবে সে গিরিশে এসেছে। সে বলল, চ ঢুকে পড়ি।

দেরি আছে পনেরো মিনিট।

সুমিত্র বলল, ভিতরে ঠান্ডায় গিয়ে বসি, বাইরে এত গরম!

সুমিত্র খুব ভয় পাচ্ছিল, রাকেশকে দেখে কুসুম না প্রত্যাখ্যান করে দেয় টাকাটা। থিয়েটার হলে হানা দেবে কেন ফটোগ্রাফার? সুমিত্র বলল, রাকেশ কিন্তু তোকে দাঁড় করিয়ে দেবে।

কুসুম বলল, আমি তো আর যাবই না আর. আর.-এর ক্যামেরার সামনে।

কেন, কী হল?

সে তো বলা যাবে না বাবা, ক্যামেরার লেন্সে চোখ রাখে যে, সে ভাবে সে-ই শুধু দেখতে পায় অবজেক্ট, মানে আমাকে, কিন্তু অবজেক্ট মানে আমি কি লেন্সের উল্টো দিকে থেকে অন্ধ বাবা?

কথা আর এগোয় না। সিট নিয়ে বসেছে তারা। ফোন কি সুইচড অফ করে রাখবে সে? তাহলে রাকেশ এলেও... কী মনে করে ফোন সাইলেন্ট করে রাখে। রাকেশ তো টাকা নিয়ে আসবে। হল অন্ধকার হল, নিশ্চিন্ত হয়ে নাটকে নিবিষ্ট হল পিতা পুত্রী। সে এক হারানো রের্কড নিয়ে নাটক। গুনগুন করতে লাগল পুরনো সব গান। বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা... মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে। আহা মন ভরে যায় পিতা পুত্রীর। অনিমেষ কী চমৎকার অভিনয় করছে। গানের রের্কড খুঁজতে খুঁজতে কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে সে। ইন্টারভাল হতে না হতে সুমিত্রর সাইলেন্ট মোডের ফোন কাঁপতে থাকে। সে উঠে হল থেকে বেরিয়ে এসে দ্যাখে রাকেশ রায়, হেসে তার দিকে এগিয়ে এল, নাটকের সময় দু'বার কল দিলাম, ফোন সাইলেন্ট করা?

রাকেশ মিনিট পনেরো বাদে ঢুকেছে। পেছন দিকে এম রো-তে তার টিকিট। বলল, খামটা নিন সুমিত্রদা, ফোর আছে, পকেটে ভরে নিন।

এইট বললেন যে?

শুটের দিনে বাকিটা, এটা অ্যাডভান্স পেমেন্ট, আপনার ওটা বি রো?

হুঁ, আপনি দেখেছেন?

ইয়েস, সাইডের সিট তো?

হুঁ। জবাব দিল সুমিত্র।

কুসুম সাইডে তো?

হুঁ। সুমিত্রর টাকার খামটা ধীরে ধীরে জিনসের পকেটে ভরে নিয়েছে। রাকেশ লোকটা কেমন যেন! কীসের ফোটোশুট হবে? এক স্টুডিয়ো নুড শুট করতে চেয়েছিল। প্লে-বয় ম্যাগাজিনে ছাপবে নাকি? অনেক অফার করেছিল। ফ্যাশন ম্যাগাজিন সুন্দরী প্রতিযোগিতায়

সেরা করে কলকাতা, মুম্বই করে সেলেস দ্বীপে পাঠাবে বলেছিল, স্টার হোটেলে বেড শেয়ার করতে হবে বিউটি কম্পিটিশনের সিইও-র সঙ্গে। কুসুম তাকে সব বলে। পরামর্শ চায়। তার গায়ে হিম স্রোত বয়ে গেল যেন। আগে মনে হয়নি, আজ মনে হচ্ছে। লেন্সের উল্টোদিকে থেকেও দেখা যায় ক্যামেরাম্যানের চোখ।

বেল পড়ে গেছে। আবছা অন্ধকারে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে রাকেশ আচমকা ফিসফিসিয়ে বলল, আপনি আমার সিটে বসুন, আমি ওর সঙ্গে ফোটোশুটের কথাটা বলে নিই, মন্দারমণিতে হবে, ডেট ফিক্স করতে হবে তো।

আমি এখানে বসব? অসহায় সুমিত্র জিজ্ঞেস করে।

ইয়েস, এই যে সিট, এখান থেকে ভালই দেখা যাবে, আমি তো নাটক দেখতে আসিনি, টাকাটা সাবধানে রাখবেন। বলতে বলতে রাকেশ এগিয়ে যায়।

চরম নাটকীয় হল নিশ্চয়। দম বন্ধ করে বসে থাকে সুমিত্র। ইস, কুসুম লোকটাকে এড়াতে চাইছে, সে টাকাটা নিয়ে ওকে কুসুমের কাছে পাঠিয়ে দিল? অন্ধকারে লোকটা চলে গেল কুসুমের দিকে। খুঁজে বের করবে ঠিক। খুঁজতেই এসেছে তো।

সিটে বসতে গিয়ে অসুবিধে হল সুমিত্রর। পকেটে মোটা বান্ডিল। আশিটা পঞ্চাশের নোট? নাকি দু'শোটা কুড়ির নোট? তার জিন্স টাইট। দাঁড়িয়েছিল যখন অসুবিধে হয়নি। সুমিত্র দু'হাতে টাকার বান্ডিল ধরে সামনের অন্ধকারে তাকিয়ে অন্ধ হয়ে যায়। মঞ্চ, আলো সবই মুছে যায় চোখের সামনে থেকে। কুসুম কুসুম, তোর নাম কুসুম, আমি তোর অন্ধ পিতা! তুই চক্ষুষ্মতী। লেন্সের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে লেন্সটা অন্ধ করে দে কুসুম। শিকারি বেরিয়েছে আবার। রুহিতন কিংবা সনাতনের শিকারি ব্যাধ। কুসুম কুসুম কুসুম!